Sanatan Dharma

অপস্মারকে কিভাবে হারানো যায়?

প্রশ্ন.. এই অস্পমার(পাপ পুরুষ) এবং আমাদের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে তার মধ্যে অপস্মারকে কিভাবে হারানো যায়?

উঃ- অস্পমার(পাপ পুরুষ) এর কাজ আমাদের নিম্নগামীতা প্রদান করা, এবং সে তার কাজ প্রতি মিলিসেকেন্ডে এই ৩০টি বিষয়ের মাধ্যমে করে। মায়া শক্তির প্রতিনিধি/ দূত রূপে এই অস্পমার(পাপ পুরুষ) এই ৩০টি বিষয়ের ওপর তার রাজত্ব করে চলছে। জন্ম জন্ম আমরা এই মন(৩০টি বিষয়ের ১টি বিষয়) অনুযায়ী চলছি এবং এই জন্মে যখন শ্রী গুরুদেবের কৃপায় প্রকৃত শাস্ত্র এবং বেদান্তের অনুশাসনের পথ প্রাপ্ত হয়ে, এই পথে চলবার চেষ্টা করি তখন শুরু হয় অস্পমার(পাপ পুরুষ) এবং আমাদের মধ্যে যুদ্ধ, কিন্তু যেহেতু অস্পমার(পাপ পুরুষ) খুবই শক্তিশালী তাই একে পরাজিত করা সহজতর নয়। অস্পমার(পাপ পুরুষ) কোনোদিনও চাইবেনা আমরা এই পথে চলি, তাই অস্পমার(পাপ পুরুষ) এই ৩০টি বিষয়ের মাধ্যমে সর্বদা প্রতি মিলিসেকেন্ডে আমাদের টানতে থাকে এবং আমরা না চাইতেও এই টানে পড়ে সেই নিচের দিকে চলে যায়, অর্থাৎ বেদান্ত অনুশাসন এবং নিত্য অনিত্য বিচার অখন্ডিত রূপে পালন করে উঠতে পারিনা, তার কারণ এই অস্পমার(পাপ পুরুষ) তার পূর্ণ শক্তিতে থেকে তার কার্যকারিতা করে চলে। অস্পমারকে(পাপ পুরুষ) মারা যায়না, তাকে এই শরীর এবং ৩০টি বিষয় থেকে বের করা যায়, তাও সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে আত্মজ্ঞান লাভের পর। আমাদের এই আত্মজ্ঞান লাভের পথে চলতে হলে এবং অস্পমারকে(পাপ পুরুষ) পরাজিত করতে হলে, 42টি অনুশাসন নিত্য অনিত্য বিচার অখণ্ডিত রূপে সর্বদা পালন করে চলতে হবে। তাহলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে এই অস্পমারকে(পাপ পুরুষ) কিভাবে শক্তিহীন করা যায়, কারণ এই অস্পমার(পাপ পুরুষ) তার পূর্ণ শক্তিতে থাকলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব হবেনা। অস্পমারকে(পাপ পুরুষ) শক্তিহীন/দুর্বল করিতে হইলে প্রথম আমাদের অখণ্ডিত ভাবে 'তপস্যা' পালন করতে হবে অর্থাৎ পূর্ণ আহার শুদ্ধি করতে হবে এবং একই সঙ্গে সৎসঙ্গ করতে হবে। এই অস্পমারকে(পাপ পুরুষ) দূর্বল করতে আহার শুদ্ধি ৬০% সাহায্য / কাজ করে এবং সৎসঙ্গ এবং অন্যান্য 41টি অনুশাসন ৪০% সাহায্য / কাজ করে। অর্থাৎ সর্বপ্রথম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আহার শুদ্ধি পূর্ণ রূপে পালন করতে হবে, কারণ অস্পমার(পাপ পুরুষ) সর্বপ্রকার রাজসিক, তামসিক, অশুদ্ধ আহার থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আহার শুদ্ধি এর মধ্যে ৩টি ভাগ রয়েছে:-

 আহার শুদ্ধি:- আত্মজ্ঞান লাভের পথে যে সব দ্রব্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেইসব দ্রব্য ভোজন করলে আহার শুদ্ধি কোনোদিনও হবেনা, বরং অস্পমারকে(পাপ পুরুষ) আরও শক্তি প্রদান করা হবে, এবং তার পরিবর্তে সে শক্তিশালী হয়ে সে আরও নিম্নগামীতা প্রদান করবে। নিষিদ্ধ খাবারের মধ্যে অনেকে কিছুই আছে, তার মধ্যে বিশেষে কিছু দ্রব্য এখানে উল্লেখ করা হলো, যেমন:- মুরগির মাংস, রসুন, মুসুরি ডাল, খেসোরি ডাল, হিং, আইসক্রিম ইত্যাদি। অর্থাৎ, সেইসব নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন না করে, শাস্ত্র মতে শুদ্ধ আহার করাই প্রাথমিক রূপে আহারের শুদ্ধি।

 ভাব শুদ্ধি:- আহার শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই আহারের মধ্যে থাকা ভাবের শুদ্ধি হওয়া

Published on: Jan, 19 2023 16:37

খুবই প্রয়োজন। কোনো প্রকার ভোজন রান্না করার সময়, যে ব্যাক্তি রান্না করে এবং যে ব্যাক্তি পরিবেশন করে তাদের ভাব সেই ভোজন / অন্নের মধ্যে থেকে যায়। সেই ভাব যদি খারাপ/অহংকার যুক্ত/বিরক্তি পূর্ণ হয় তাহলে, সেই অন্ন যে গ্রহণ করবে তার মধ্যে সেই সেই ভাব প্রবাহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি কোনো শান্ত সৃষ্টি ব্যাক্তি যদি সেই অহংকার / বিরক্তি ভাব যুক্ত খাবার গ্রহণ করে তাহলে সেই শান্ত সৃষ্টি ব্যাক্তির মধ্যেও সেই অহংকার ভাব চলে আসবে। তারফলে, সেটি যদি সাত্ত্বিক অন্ন হই কিন্তু সেই অন্নের মধ্যে থাকা ভাব যদি খারাপ হয় হয় তাহলে সেই আহার শুদ্ধ নয়। তাই অন্নের মধ্যে ভাব শুদ্ধি না হলে , পূর্ণ আহার শুদ্ধি হয়না।

□ কর্ম শুদ্ধি:- যেকোনো প্রকার পাপ কর্ম করে উপার্জিত অর্থ বা অসৎ উপায়ে এবং অসৎ পথে চলে উপার্জিত অর্থের দ্বারা কেনা যেকোনো দ্রব্য / অন্ন সম্পূর্ণরূপে অশুদ্ধ বা পাপ অন্ন। তাই যে ব্যাক্তি অসৎ এবং অসৎ ভাবে অর্থ উপার্জন করে তার বাড়িতে কোনো প্রকার দ্রব্য, অন্ন কোনো কিছু গ্রহণ করা উচিত নয়, সেই অন্ন গ্রহণ করলে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। এছাড়া যারা মদ্যপায়ী এবং যারা সুদ ব্যাবসা (সুদ ব্যাবসা একটি অসৎ কর্ম) করে তাদের গৃহে / বাড়িতে কোনপ্রকার দ্রব্য, অন্ন কোনো কিছু গ্রহণ করা উচিত নয়, গ্রহন করলে একই ভাবে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় এবং আহার শুদ্ধি পালন করা যায়না। এছাড়াও যদি কেউ সৎ পথে চলে, সৎ উপায়ে উপার্জন করে, কিন্তু কর্মে ফাঁকি দেই অর্থাৎ পূর্ণ পরিশ্রম না করে কাজে ফাঁকি দিয়ে অর্থ উপার্জন করে, তবে সেটি সৎ পথে হলেও, সেই উপার্জিত অর্থের দ্বারা ক্রয় করা অন্ন, অসৎ অন্নই হবে। তাই সর্বদা শাস্ত্র অনুযায়ী সৎ পথে থেকে যোগ্যতা অনুযায়ী পূর্ণ পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করা উচিত। এবং সেই অর্থের দ্বারা ক্রয় করা অন্ন হচ্ছে সৎ অন্ন। এবং সেই সৎ অন্ন গ্রহন করলে তবে সেটি, আহার শুদ্ধির মধ্যে কর্মের শুদ্ধি হবে।

এই তিন প্রকার শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত শাস্ত্র সম্মত আহার করার সময় জ্ঞান থাকা এবং নিয়ম শুদ্ধি জ্ঞান থাকা খুবই আবশ্যক। মন অনুযায়ী সময়ে আহার গ্রহণ করা উচিৎ নয়। এবং নিজ নিজ শরীর বিশেষে পরিমিত আহার গ্রহন করতে হয়, প্রয়োজনের থেকে বেশি, স্বাদের কারণে বা যেকোনো কারণে বেশি আহার গ্রহন করলে তাকে শাস্ত্র অনুযায়ী আহার শুদ্ধি পালন বলা যাবেনা।

□□□তিন বেলা খাবার খাওয়ার শাস্ত্র সম্মত সময়□□□
সকালে জল খাবার এর সময়:- 8:00 a.m.থেকে 9:00 a.m. অবধি।
তারপর, দুপুরের খাবার খাওয়ার সময়:- 12:00 p.m. থেকে 2:00 p.m. অবধি।
তারপর, রাত্রের খাবার খাওয়ার সময়:- 8:00 p.m. থেকে 9:00 p.m. অবধি

দুপুরে 2:00 p.m. এর পর এবং রাত্রে 9:00 p.m. এর পর আহার গ্রহন করা পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ, কারণ তারপর ভোজন/আহার করলে সেই আহারে প্রেতেদের দৃষ্টি পড়ে এবং সেই আহার পূর্ণ অশুদ্ধ হয়ে যায়। এবং সেই আহার গ্রহন করলে সমস্ত সৎ বুদ্ধির নাস হয়ে যায় এবং কোনো প্রকার শাস্ত্র জ্ঞান, শাস্ত্রীয় উপদেশ গ্রহন করা যায়না, সেটি যদি স্বয়ং গুরু বা ভগবান উপদেশ দেন তাও এই অশুদ্ধ আহারের প্রভাবে স্মৃতিতে থাকে না বা থাকতে দেয়না।

এছাড়া একইসঙ্গে শ্রাদ্ধ বাড়িতে এবং অশৌচ বাড়িতে এবং বিয়ে বাড়িতে কোনোকিছু খাওয়া/গ্রহন করা উচিৎ নয়।

শ্রাদ্ধ বাড়িতে সব কিছুর ওপর প্রেতের দৃষ্টি থাকে। তাই সেই শ্রাদ্ধ বাড়িতে কিছু খেলে সৎ বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় এবং সতগুরুর কৃপায় বীজ ও গায়ত্রী দীক্ষা পাবার পর শ্রাদ্ধ অন্ন খেলে এতদিনের যে জপ করা রয়েছে, তা নিমিষের মধ্যে শূন্য হয়ে যায়। তাই শ্রাদ্ধ বাড়িতে এবং অশৌচ বাড়িতে কোনো কিছু খাওয়া পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ।
এবং বিয়ে বাড়িতে খাবার খেলে সেই ব্যাক্তি কম থেকে কম ১ সপ্তাহ কোনো অনুশাসন এবং নিত্য অনিত্য বিচার করতে পারেনা।

মূলতঃ এই পূর্ণ 'আহার শুদ্ধি'(তপস্যা) সম্পূর্ণ রূপে পালন করলে, একই সঙ্গে সৎসঙ্গ করলে এই অপস্মার ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। আহার শুদ্ধি এবং সৎসঙ্গের ফলে ধীরে ধীরে অনান্য 41টি অনুশাসন পালন করতে এবং নিত্য অনিত্য বিচার করতে সমর্থ হওয়া যায়।

Published on: Jan, 19 2023 16:37